তাহসিফের মৃত্যুর ঘটনায় বন্ধু দীপকে হেফাজতে নিল পিবিআই



ছবি: সংগৃহীত

বিমানবাহিনীর সাবেক ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট এম তাহসিফ সৌরির মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর বন্ধু শাহরিয়ার দীপকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। তবে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

বৃহস্পতিবার (২৯ অক্টোবর) দিবাগত রাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, তাহসিফের মৃত্যুর ঘটনা তদন্তের অংশ হিসেবে পিবিআই সদস্যরা দীপকে নিয়ে গেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তাঁর জানা নেই।

পুলিশের একটি সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বাবর রোডের বি ব্লকের একটি বাসার তৃতীয় তলা থেকে দীপকে নিয়ে যায় পিবিআই। তিনি ওই এলাকার বাসিন্দা সেলিম রেজার ছেলে।

তাহসিফ নিখোঁজ হওয়ার দিন সন্ধ্যার পর যে বন্ধুর সঙ্গে বাসা থেকে বের হয়েছিলেন, তিনি শাহরিয়ার দীপ। গণমাধ্যমকে দীপ জানিয়েছেন, গত ২৭ অক্টোবর রাতে তাহসিফ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ওই দিন প্রায় ছয় ঘণ্টা তাঁরা একসঙ্গে সময় কাটান।

তাহসিফের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে দীপ বলেন, বয়সে বড় হলেও তিনি ছিলেন তাঁর খুব কাছের একজন বড় ভাই। দুই পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। একসঙ্গে তাঁদের পরিবারের বাসায় দাওয়াত খেতে যাওয়ার কথাও জানান তিনি।

এদিকে তাহসিফের মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদনে শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে নাক দিয়ে রক্ত বের হওয়ার তথ্য রয়েছে প্রতিবেদনে। মরদেহটি শনাক্ত করেন তাঁর খালাতো ভাই জহির হাসান।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, মরদেহের মাথার চুল কালো, উচ্চতা আনুমানিক ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি। কপাল স্বাভাবিক এবং মুখমণ্ডল গোলাকার ছিল। মুখ ও চোখ বন্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। মুখে ছোট কালো দাড়ি ও গোঁফ ছিল।

সুরতহালে আরও বলা হয়, মরদেহের দুই হাত মাথার সামনের দিকে বাঁকানো এবং হাতের মুঠো খোলা ছিল। বুক, পেট, পিঠ ও দুই পা স্বাভাবিক দেখা গেছে। শরীরে আঘাতের চিহ্ন না থাকলেও পেট ফোলা ছিল।

গত ২৭ অক্টোবর রাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন তাহসিফ। পরদিন বুধবার জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এর মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নৌ-পুলিশ। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উত্তরখানে তুরাগ নদ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, উদ্ধারের সময় তাঁর পরনে সাদা পাজামা ও কালো জামা ছিল। হাতে একটি ঘড়ি এবং পকেটে আইফোন পাওয়া যায়। ওই ফোনের সূত্র ধরে তাঁর পরিচয় শনাক্ত করা হয়।

তাহসিফের বাবা জানান, ২৭ অক্টোবর পরিবারের সদস্যদের জন্য সারা দিন কেনাকাটা করেছিলেন তাঁর ছেলে। সন্ধ্যার পর দীপের ডাকে বাসা থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেননি।

এদিকে তাহসিফের মৃত্যুর আগে তাঁর চলাফেরার একটি সিসিটিভি ফুটেজও প্রকাশ্যে এসেছে। ফুটেজে দেখা যায়, দীপের সঙ্গে হাত মেলানোর পর দুজন আলাদা মোটরসাইকেলে করে বাসা থেকে বের হচ্ছেন। মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে তদন্তের মধ্যে ফুটেজটি সামনে আসায় বিষয়টি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।